‘বিঝু শুধু চাকমাদের নয় বাঙালিদেরও উৎসব’

¯úU : RivQwo, ivOvgwU

লেখা ও ছবি : **শেখ আশরাফ আলী**

১২.০৪.২০০৫

৫.০০ : দূরে উঁচু পাহাড়গুলো অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে। সেগুলোর শিখর চুম্বন করে উঁকি দিচ্ছে পূর্বাশার আলো। কানে ভেসে আসছে ঘুম ভাঙা পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ। রাত জাগা পাখি সবাইকে শঙ্কিত করে আপন কণ্ঠে ডেকে উঠছে। বিশাল পাহাড়ের বুকে সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য নাম না জানা পাহাড়ি গাছের ডাল-পাতা ভোরের হাওয়ায় দুলছে। স্পষ্টতর হচ্ছে পাহাড়ের বুকে বয়ে চলা সরু আঁকা-বাঁকা বন্ধুর রাস্তা। এরকম পরিবেশে চাকমা তরুণী-কিশোরীরা নিজেদের তৈরি পিনন-হাদি পরে নেমেছে ফুল সংগ্রহে। গুন গুন করে গাইছে-

বিঝু তুই মর হোসপানার (বিঝু তুই মোর ভালোবাসা), বিঝু তুই মর স্ববনর (বিঝু তুই মোর স্বপ্নের), বিঝু তুই মর পরানর, (বিঝু তুই মোর প্রাণের), বিঝু তুই মর আওজর (বিঝু তুই আমার শখ)।

৫.১৫ : আজ রাঙামাটির জুরাছড়িতে শুরু হলো চাকমাদের বিঝু উৎসব। আজ ও আগামী দু'দিন এখানে সকল প্রতিষ্ঠান ছুটি থাকবে।

কথা হল তরুণী প্রগতি চাকমার সঙ্গে। জানাল, আজ ফুল বিঝু। বাংলা নববর্ষের শেষ

i¨vjxi ga¨ w`‡q ïi“ n‡”Q PvKgv‡`i weS Drme

iwk Uvbv †Ljv Pj‡Q PvKgv gwnjv‡`i

দিনের আগের দিনের উৎসবকে বলা হয় ফুল বিঝু। এ দিন ভোরের আলো ফোটার আগে চাকমা ছেলেমেয়ে, কিশোরী যুবতী বেরিয়ে আসে ফুল তোলার জন্য বাগানে, বনবাদাড়ে যেখানে ফুল পাওয়া যায়। নিজের বাগানে তো বটেই, প্রতিবেশীর বাগান থেকে পর্যন্ত ফুল চুরি করতে এ দিন কোনো বাধা নেই। তাই রাতভর বলতে গেলে সবাইকে সজাগ থাকতে হয়। নিজে ফুল তোলার আগে অন্য কেউ এসে তার বাগান থেকে ফুল চুরি করল না তো!

৫.৩০ : বসন্তের শেষ। একদিন পরেই গ্রীষ্ম। সারাদেশে চলছে প্রচন্ড দাবদাহ। কিন্তু পাহাড়ঘেরা এই উপত্যকা কুয়াশায় আচ্ছাদিত। শিশিরসিক্ত পায়ে, খোঁপায় পাহাড়ি ফুল গুঁজে, হাতে সাত প্রকার ফুলের ডালি নিয়ে চাকমা তরুণী, যুবতী যাচ্ছে কেয়াং (বিহার)-এর দিকে। এদের গায়ে পিনোন, বুকে হাদি জড়ানো। পূর্বাকাশ রক্তিম হয়ে উঠছে। তোলা ফুলের এক অংশ দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধ মূর্তির পায়ের কাছে। কেয়াং ভরে উঠছে ফুলে ফুলে। সেই সঙ্গে ফুলের সুগন্ধে ভরে উঠছে প্রাঙ্গণ।

৫.৪৫ : ছোট্ট পাহাড়ি ছড়া নদীতে চাকমা তরুণী, যুবতীরা গোসল সেরে নিচ্ছে। ভেজা শরীরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কলাপাতায় মুড়িয়ে পুজোর অর্ঘ্যরূপে ভাসিয়ে দিচ্ছে সাত প্রকার পাহাড়ি ফুল। গোসলের সময় আর ফুল দেয়ার সময় নদীর কাছে প্রার্থনা করছে- 'জু মা গঙ্গী, ম-র পুরোন বঝরর আপদবলা, ফি বলা বেগ ধোয় নে যা' অর্থাৎ প্রণাম হে মা গঙ্গা, আমার পুরনো বছরের যাবতীয় আপদ-বিপদ সব ধুয়ে নিয়ে যাও।'

৬.৩০ : হাসপাতাল রোডের একটি বাড়িতে গেলাম। সকালের তোলা ফুল দিয়ে ঘর সাজানোয় ব্যস্ত অবন্তী ও মুন্নী। অবন্তী বলল, ফুল বিঝুতে তরুণীদের মধ্যে ফুল দিয়ে ঘর সাজানোর নীরব প্রতিযোগিতা চলে। কার ঘর সাজানো কত সুন্দর হলো। এই বাড়ির পাশে রয়েছে আরো কয়েকটি পরিবার। বাড়ির মহিলারা শেষবারের মতো ঘরের চারপাশ পরিষ্কার করছে। মুন্নীর মা পরিপাটি করে সাজাচ্ছে ঘরের অন্যান্য সরঞ্জাম। পাশের বাড়ির ইশ্মি চাকমা ব্যস্ত চাল গুঁড়া করতে।

৮.০০ : পাহাড়ি পোশাক পরে তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী ব্যানার হাতে বেরিয়েছে। র‍্যালিতে বাজছে ঢোল, সানাই, চলছে স্লোগান, প্রদক্ষিণ করছে সমস্ত শহর।

৮.৩০ : জুরাছড়ি থানা সদর মাঠ। এক পাশে তৈরি করা হয়েছে মঞ্চ। মাইকে বাজছে চাকমা গান। জড় হয়েছে সব বয়সী নারী-পুরুষ। কিছুক্ষণ পরই শুরু হবে পাহাড়িদের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খেলা। সুমি, এখান থেকে পাঁচ মাইল ভিতরে একটি পাহাড়ে তার বাড়ি। গিলা খেলায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছে। তার

Drm‡e wcVv ˆZwii c_g chvq

HwZn¨evnx wMjv †Lj‡Q Zi“Yxiv

মত অনেকে এসেছে গহীন অরণ্য থেকে। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বৈশালী চাকমা।

বৈশালী, তুমি কি কি খেলায় নাম দিয়েছ?

গিলা, ও ফট্টিখেলায়।

বিঝু উৎসবে তোমার অনুভূতি কি?

বিঝু চাকমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। নাচ-গান, বিভিন্ন ধরনের খেলা। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধুবের বাড়ি বেড়ানো, বান্ধবীদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে পালন করি।

৯.০০ : ছেলে-মেয়েরা চারদিকে বাজি ফুটাচ্ছে। মাঠে চলছে খেলা। শত শত দর্শক উপভোগ করছে। ধর্মানন্দ চাকমা। ভুবনজয়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। উপভোগ করছে খেলা।

বিঝু উৎসব সম্পর্কে কিছু বলেন?

- বাংলা বছরের শেষ দুদিন ও নববর্ষের দিন নিয়ে পালন করা হয় এই উৎসব। বিঝু পালনের কারণটা হচ্ছে সারা বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর শেষ দিন দুটিতে আনন্দ করা। আগে চাকমারা ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ে জুম চাষ করতো। তারা কখনও পরপর একটি পাহাড়ে জুম চাষ করত না। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় জুম চাষের জন্য পাহাড় পোড়াত। সেই পাহাড়ে থাকার জন্য তৈরি করতো 'আলক মোন ঘর' অর্থাৎ 'মাচাং জুম ঘর'। নতুন ঘর তোলার আনন্দ, নতুন জায়গায় চাষ করার আনন্দ, নতুন বছরের আগমনী বার্তা এসব পালন করতে গিয়েই সৃষ্টি হয় বিঝু উৎসব।

৫.৩০ : বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষ বাড়ির সামনে, পুকুর ঘাটে, গাছ তলায় বসে আড্ডা দিচ্ছে। নারী-পুরুষ সবাই খাচ্ছে সিগারেট। যুবক-যুবতীরা গাইছে পাহাড়ি গান। কিশোর-কিশোরীরা ফোটাচ্ছে বাজি-পটকা।

৬.১৫ : বাড়ি, বিহার, নদী সব জায়গায় মোমবাতি জ্বালাতে ব্যস্ত ছেলে-মেয়েরা। বিদ্যুৎহীন এলাকা ঝলমলিয়ে উঠল। মোমবাতি জ্বালানোর পর করছে প্রণাম। অবন্তী এইচএসসির প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

মোমবাতি জ্বালাচ্ছো কেন?

অগ্নি দেবতার পুজো করবার জন্য।

কি প্রার্থনা করছো?

eo fv‡š Awmvi A‡c¶vq

আগামী একটি বছর সকল প্রাণী যাতে সুখে থাকে।

১৩.০৪.০৫

সকাল ৬.৩০ : ছোট ছেলেমেয়েরা থালায় ধান নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরে ধান ছিটাচ্ছে মুরগিদের খাওয়ানোর জন্য। শোভা চাকমাকে জিজ্ঞাসা করলাম-

ধান ছিটাচ্ছো কেন?

আজ প্রত্যেকের বাড়ি প্রত্যেকের দাওয়াত। মুরগিরা তো যেতে পারবে না, তাই আমরাই ওদের পৌঁছে দিচ্ছি।

৮.০০ : সর্বত্র বিরাজ করছে উৎসব-আমেজ। নিজস্ব পোশাকে সেজেছে সবাই। তবে পুরুষের জন্য বিশেষ কোনো পোশাক নেই। দল বেঁধে ঘুরছে সবাই। যাচ্ছে বিভিন্ন বাড়ি। ফুটছে পটকা-আতশবাজি।

স্কুল রোডে ফারিয়া চাকমার বাড়ি। ঘরের ড্রইংরুমে বাজছে হিন্দি গান। দেয়ালে ঝুলছে ভূমিকা চাওলার ছবি। ঘরভর্তি চাকমা ও বাঙালি অতিথি। তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত সে। অমৃতলাল চাকমা আমাকে ডেকে বসাল। পরিচয় করিয়ে দিল সবার সঙ্গে। আজ আমাদের উৎসব। চাকমা-বাঙালি সবাই মিলে আনন্দ করব। কবির জুরাছড়ি বাজারের একমাত্র হোটেলের মালিক। সে বলল, আট বছর এখানে আছি। বিঝু শুধু চাকমাদের নয়, বাঙালিদেরও উৎসব। আমি বাঙালি, আমার ঘরেও রান্না হয়েছে উৎসবের বিশেষ খাবার। ফারিয়া ব্যস্ত টেবিলে খাবার সাজাতে।

১১.০০ : বাড়িতে বাড়িতে বেড়ানোর ধুম

পড়েছে। জুরাছড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে, দূরছড়ির একটি পাহাড়ে রূপন চাকমার বাড়ি। টেবিলে একে একে সাজিয়ে রাখল পাজন, সেমাই, বিরিয়ানি (ছোলার ডাল ও আলুর তৈরি), মান্দী পিঠা, বরই আচার, আঙ্গুর, আপেল, মুরগির মাংস, শূকরের (বোন্যা) মাংস, ছাইন্যা পিঠা, বড়া পিঠা, সেভেনআপ ও পাহাড়ি মদ, হুঁকা (দাবা), পান-সুপারি।

পাজন কত প্রকার সবজি দিয়ে তৈরি?

৯৫ প্রকার।

কত প্রকার দিতে হয়?

সর্বনিম্ন ১৫, তবে ১০৫ প্রকার দেওয়াই ভালো। এখন জুমে সবজি নেই। তাই জোগাড় করা কষ্ট। খাওয়া শেষে আসর বসল গানের। বাড়ির যুবতী সুপা। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শোনাল। একে একে গান ধরল অনুপম চাকমা, দীলিপ চাকমা। গানের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করল জলঙ্গ রানী চাকমা। বাড়ির অন্য যুবতী অর্চিতা ও হ্যাপি। মদের বোতল হাতে অপেক্ষায় ছিল সারাক্ষণ। গ্লাসের মদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ করে দিতে দেরি করেনি একটুও।

১:০০ : তরুণ-তরুণীরা কলসী কাঁখে বেরিয়েছে ছড়ি/সরার (ছোট নদী) দিকে। জল তুলে এনে গোসল করাচ্ছে বুদ্ধের মূর্তিকে। এরপর গোসল করাচ্ছে বাড়ির বয়সীদের। গোসল করানোটা হলো পুরনো বছরের ময়লা আবর্জনাস্বরূপ আপদ-বিপদ ধুয়ে পুতঃপবিত্র হওয়ার প্রতীক- জানালো শিলা চাকমা।

২:০০ : বাড়ি বাড়ি ঘুরে দাওয়াত খাওয়া চলছে। চৈত্রের দাবদাহে ঘাম ঝরছে। ক্লান্তি নেই কারো। বাড়ি বাড়ি ঘুরতে এ দিন কোনো দাওয়াতের প্রয়োজন হয় না- জানালো পিয়াসা চাকমা। ১১ বাড়ির পাজন খেলে উপকার হয়, তাই কমপক্ষে ১১ বাড়ি খায় সবাই।

৬:১৫ : কেয়াং বাড়ি, নদীর তীর-ঘাট, পুকুরঘাট, আড্ডার জায়গা, গোয়ালঘর সব জায়গায় জ্বালানো হয়েছে মোমবাতি। বাতি জ্বালিয়ে বুদ্ধকে, গঙ্গী মাকে (নদীকে) পুনরায় পুজো করছে- রকি ও রাকিব চাকমা। উদ্দেশ্য পুরনো বছরের যাবতীয় অজ্ঞানতা, আপদ-বিপদের অন্ধকার যেন দূরীভূত হয়ে যায়- জানালো অমিত চাকমা।

৭.০০ : আবার শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি

বেড়ানোর পালা। সারাদিন যুবতীরা দূর পাহাড়ে বান্ধবীদের বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারেনি। এখন দলবেঁধে চলছে সেই সব বান্ধবীর বাসায়। শিলা, দিশা, পিয়াসা, অবন্তী ও অর্চিতার সঙ্গে রওনা হলাম ঘরেঙ্গাতুলী পাহাড়ে। ওদের বান্ধবী পিংকীর বাড়ি ঐ পাহাড়ে। পাহাড়ি সরু পথ। পথের পাশে মাঝে মাঝে রয়েছে বিশাল বিশাল আম গাছ। অন্ধকারে পথ চিনে চলা কঠিন। এমন পথে যেতে যেতে দেখা হলো আরো কয়েকটি দলের সঙ্গে। বন্ধু-বান্ধবী যেই পাশে থাকুক তার গলায় হাত দিয়ে চলছে পথ। সুরে সুর মিলিয়ে গাইছে-

ও মোর চোনাবী (ও আমার প্রেয়সী), হী দোল থর হোদানী (কি সুন্দর তোর কণ্ঠটি), রবো ধ হুগিলর (কোকিল যেন হারমানে), নির্ভেজালত থর বেককানী (নির্ভেজাল তোর রূপের কাছে)।

দিশার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম-

বাবা-মা বকবে না?

কেন?

এত রাতে পাহাড়ে এসেছ?

কি যে বলেন! আমাদের পরিবার কোনো কিছুতে বাধা দেয় না। রাতে না ফিরলেও কিছু বলবে না। অন্ধকারে এত দূর এসেছ, কোনো বিপদ হয় যদি? কিসের বিপদ? এখানে তো ভাল্লুক নেই। ভাল্লুক থাকে অনেক গভীরে। রিজার্ভ ফরেস্টে। কেউ যদি তোমার গয়না ছিনিয়ে নেয় বা বিরক্ত করে? সে আবার কি কথা! আমি চলছি আমার মতো। বিরক্ত করতে আসবে কে?

১৪.০৪.০৫

সকাল ৮:০০ : জুরাছড়ি শহর থেকে আধা ঘন্টা হাঁটা পথ দূরে একটি পাহাড়ের ওপর কেয়াং বা সুভলং শাখা বন বিহার। দলে দলে সব বয়সী চাকমা আদিবাসী বনবিহারে প্রবেশ করছে। প্রতিটি নারীর হাতে রয়েছে কোনো না কোনো উপহার- ভাত, সবজি, পিঠা, মিষ্টি দ্রব্য, কোমল পানীয়, জুস, মোমবাতি অর্থাৎ ভান্তেদের ব্যবহার উপযোগী সব দ্রব্য। সবাই প্রথমে প্রার্থনা করছে বুদ্ধের চরণে।

কথা হলো বড় ভান্তে বুদ্ধ শ্রী-র সঙ্গে।

কখন থেকে এই সংস্কৃতি শুরু?

বুদ্ধের ধর্ম প্রবর্তনের শুরু থেকেই এটা পালিত হয়ে আসছে।

এই প্রার্থনা পর্বের বিশেষ কোনো রীতি আছে?

আজকের প্রার্থনা cÂkxj MnY, `vb-mvgMx wenv‡i DrmM I g½jmÎ cvV এই তিনটি পর্বে পালিত হবে।

১০:০০ : প্রধান ভান্তে আসন গ্রহণ করলো। শুরু হলো মঙ্গল পাঠ। পিনপতন নীরবতায় শুনছে সবাই তার বাণী। কিছুক্ষণ পরপর সবাই মাথা হেট করে নমস্কার করছে। মুখে বলছে সাধু সাধু সাধু।

১১:০০: বড় ভান্তে ত্রিপিটক পাঠ করছেন- বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি...। যুবতীরা বিভিন্ন জায়গায় গোল হয়ে বসেছে। তাদের মাঝে একটি পাত্র। পাত্রের পাশে মোমবাতি জ্বালানো। ভেতরে কিছু চাল। ওপরে একজনের হাতের ওপর রেখেছে অন্যজনের হাত। মাঝে মাঝে সবার মঙ্গল কামনা করে পাত্রে পানি ঢালছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পাত্র ভরে গেল টাকায়। সংগ্রহ করে রাখা হলো ভান্তেদের জন্য। বৈশাখের দুপুর। সূর্য মাথার ওপর। পাহাড়ি পাখিরা ডেকে চলছে আপন মনে। কিছু যুবতী ব্যস্ত উপাসনাকারীদের পানি পরিবেশনে। ভ্যালি থেকে বয়ে আসা বাতাস প্রশান্তি এনে দিচ্ছে মনে। সবাই শ্রদ্ধাসহকারে অনড় হয়ে বসে আছে। বড় ভান্তে ধর্মীয় বাণী শেষ করলেন। ধীরে ধীরে সবাই বের হতে শুরু করলো কেয়াং থেকে। কেয়াং থেকে ফেরার পথে কথা হচ্ছিল মুন্নি চাকমার সঙ্গে।

বিজু শেষ?

শেষই বলা চলে। তবে দিনের বাকি

mKj mw¤óÖi ïf Kvgbvq cv_bviZ DcvmxKviv

g½jmÎ cvVi mv‡_ mv‡_ Rj †X‡j cv_bv

সময়টাও বিঝুর অংশ। আজকের দিনকে বলা হয় 'গোর্য্যাপোর্য্যা' দিন, অর্থাৎ গড়িয়ে পড়া দিন। চাকমাদের কাছে পহেলা বৈশাখ হলো বছর গড়িয়ে পড়ার দিন। অনেকে আবার বলে থাকে, দুই দিন খাওয়ার পর আজকে সবাই গড়িয়ে কাটাবে।

আজকে কোনো বাড়ি বেড়াতে যাবে না?

যে গৃহবধূরা অন্যদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থকার কারণে মূল বিঝুতে বেশি শরিক হতে পারেনি, তারা এ দিন বাড়ি বাড়ি ঘোরেন। লক্ষ্য করেছো বিগত দু'দিনে চাকমা ঘরে কোনো মাছ-ভাত রান্না হয়নি। আজ নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত করে মাছ এবং শূকর বা মুরগির মাংস আর বিন্নিচালের ভাত খাওয়ানো হবে। চাকমাদের প্রচলিত বিশ্বাস, আজকের দিন ভালো খেলে সারা বছর ভালো খাওয়া যাবে।